66605 - মুয়াজ্জিন কি আগে ইফতার করবেন নাকি আগে আযান দিবেন?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: মুয়াজ্জিন কখন ইফতার করবেন? আযানের আগে; না পরে?

প্রিয় উত্তর

সমস্তপ্রশংসা আল্লাহর জন্য।

রোযাদারেরইফতার করার ক্ষেত্রে বিধান হল- সূর্য অস্ত যেতে হবে এবং রাত শুরু হতে হবে।এর দলীল হচ্ছে- আল্লাহ তাআলার বাণী:

(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)
[[البقرة 2 : 187

"আর পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত।" [২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৭]

ইমাম তাবারী বলেছেন:আল্লাহর বাণী:

قوله (ثُمَّأَتِمُّواالصِّيَامَإِلَىاللَّيْلِ) :

"অতঃপর তোমরা রোযাপূর্ণ কর রাত পর্যন্ত"এখানে আল্লাহ তাআলা রোযার সময়-সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।রোযার শেষ সময় নির্ধারণ করেছেন- রাতের আগমন।অন্যদিকে ইফতার, খাদ্য-পানীয়, স্ত্রী-মিলনবৈধ হওয়ার শেষ সময় ও রোযা শুরু করার সময় নির্ধারণ করেছেন- দিনের আগমন ও রাতের শেষভাগেরপ্রস্থান। এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রাতের বেলায় কোন রোযা নেই।অপরদিকে রোযার দিনগুলোতে দিনের বেলায় পানাহার বা স্ত্রী-মিলন নেই।" সমাপ্ত[তাফসীরতোবারী (৩/৫৩২)]

রোযাদারের জন্যসুন্নতহলোঅবিলম্বেইফতারকরা। সাহ্ল ইবনসোদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেবর্ণিতরাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম বলেছেন:

(لا يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر) رواه البخاري (1856) ومسلم (1098)

“মানুষততদনিপর্যন্তকল্যাণথোকবযেতদনিতারাঅবলিম্বে ইফতারকরব।”[হাদসিটি বর্ণনাকরছেনেইমাম বুখারী (১৮৫৬) ওইমাম মুসলমি (১০৯৮)]

ইবনআেব্দুলবাররররাহমিাহুল্লাহ বলনে:

“সুন্নত হলো-অবলিম্বইেফতার করা এবংবলিম্বসেহেরি খাওয়া। অবলিম্বে মান- সূর্য অস্ত যাওয়ার ব্যাপার নশ্চিতি হয় অবলিম্বে ইফতার করা। সূর্য অস্ত গয়িছে কি; যায়নি- এ ব্যাপার সন্দহিনথকে ইফতার করা জায়যেনয়। কারণ “নশ্চিতি জ্ঞানরে ভত্তিততি য ফরজ আমল অনবিার্য হয়ছে, স ফরজ আমল শষেও করত হব নশ্চিতি জ্ঞানরে ভত্তিততি।” সমাপ্ত[আত-তামহীদ (২১/৯৭, ৯৮)]

ইমাম নববী রাহমিাহুল্লাহ বলছেনে:

“সূর্য অস্ত যাওয়া নশ্চিতি হয়অবলিম্ব ইফতারকরার ব্যাপার এই হাদসি উদ্বুদ্ধ করা হয়ছে। হাদসিরে মর্মার্থ হলো- এই উম্মতরেঅবস্থা ততদনি পর্যন্ত সুশৃঙ্খল থাকব এবং তারা কল্যাণথোকব যতদনি তারা এই সুন্নতপালন কর যাব।”সমাপ্ত [শরহু মুসলমি (৭/২০৮)]

মুয়াজ্জনিরে প্রসঙ্গ: যদি লোকরো ইফতার করার জন্য মুয়াজ্জনিরে আযানরে অপক্ষোয় থাক তাহল মুয়াজ্জনিরে উচতি অবলিম্ব আযান দয়ো। কারণ মুয়াজ্জনি বলিম্ব আযান দলি লোকরোও বলিম্ব ইফতার করব এবং এত কর সুন্নত লঙ্ঘতি হব। আর যদি মুয়াজ্জনি সামান্য কছিু মুখ দয়ি (যমেন এক ঢোক পান) আযান দনে যাত আযান বলিম্ব না হয় তাত কোন দোষ নইে।

আর যদি মানুষ ইফতার করার জন্য মুয়াজ্জনিরে আযানরে অপক্ষোয় না থাক যমেন কোন এক ব্যক্তি নজিরে নামাযরে জন্য আযান দলি (উদাহরণতঃ মরুভূমত একা হত পার) অথবা এমন একদল মানুষরে জন্য আযান দলি যারা সবাই কাছাকাছি উপস্থতি আছ (উদাহরণতঃ মুসাফরি কাফলো) স ক্ষত্রে আযানরে আগ ইফতার কর নতি কোন আপত্তি নইে। কনেনা আযান না দলিওে তার সঙ্গরিা সবাই তার সাথ ইফতার কর নবি; কউে তার আযানরে অপক্ষোয় থাকব না।

আল্লাহই সবচয়ে ভাল জাননে।